উন্নত প্রথায় হলুদ চাষ

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর

পিনঃ ৭৩৩২১৬ ফোনঃ ০৩৫২৬ - ২৬৩৬৫৩

উন্নত প্রথায় হলুদ চাষ

কন্দজাতীয় এবং অর্থকরী এক জনপ্রিয় মশলা হল এই হলুদ বা হলদি । তরকারীতে মশলা হিসাবে হলুদের ব্যবহার অপরিহার্য্য । হলুদ ছাড়া রান্নার কথা ভাবাই যায় না । রান্না ছাড়া হলুদ শুভ সূচনারও অঙ্গ । যে কোন অনুষ্ঠানে হলুদের প্রয়োজন হয় । কাঁচা হলুদ আয়ুর্বেদিক কাজে ব্যবহার হয়। এছাড়াও ঔষধ, প্রসাধন সামগ্রী এবং সুগন্ধী দ্রব্য প্রস্তুতিতে -এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে । হলুদ অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে চাষ করা যায় বলে প্রাকৃতিক সম্পদকে সুন্দর ভাবে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ফলের বাগানে, নারকেল ও সুপারি বাগানে এর চাষ করে উপার্জন বৃদ্ধি করা যায় ।

জমি ও মাটি নির্বাচন ঃ—

জৈব পদার্থযুক্ত, সেচ ও জল নিকাশের সুবিধা আছে এমন বেলে - দোয়াঁশ এবং হালকা দোঁয়াশ মাটি হলুদ চাষের পক্ষে আদর্শ ।

উন্নত জাত ঃ—

রমা, সুরমা, রাজেন্দ্র, সোনিয়া, সুরঞ্জনা, সুগুনা, কৃষ্ণা ইত্যাদি

জমি তৈরী ঃ—

কন্দজাতীয় ফসল বলে জমি আড়াআড়ি ভাবে গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি হালকা ঝুরঝুরে করে, সমান এবং আগাছা মুক্ত করে তৈরী করতে হবে।

কন্দ লাগানোর সময় ঃ—

চৈত্র - বৈশাখ মাসেই হলুদ লাগানোর উপযুক্ত সময় । গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময় চৈত্র - বৈশাখ মাস । অর্থাৎ কাল বৈশাখির প্রথম বৃষ্টিতে মাটিতে রস হলে হলুদ লাগানো হয় ।

বীজ কন্দের আকার ঃ—

বীজ হিসাবে নিরোগ ও পুষ্ট মাতৃকন্দ (মোথা) বা শাখাকন্দ ব্যবহার করা হয় । প্রতিটি কন্দের ওজন ৩০ - ৩৫ গ্রাম হওয়া দরকার ।

বীজ কন্দের পরিমাণ ঃ—

এক একর জমিতে ৬ - ৭ কুইন্টাল বীজ কন্দের প্রয়োজন হয় ।

বীজ কন্দের শোধন ঃ—

ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম - ৪৫) ২½ গ্রাম বা কার্বেন্ডাজিম (ব্যাভিষ্টিন) ১ গ্রাম বা জৈব রোগনাশক ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে ভাল ভাবে মিশিয়ে কন্দগুলি ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে তারপর ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে ।

বীজ কন্দ লাগানোর পদ্ধতি ঃ—

কাজের সুবিধা মতন পুরো জমিটাকে ছোট ছোট বেডে ভাগ করতে হবে। দুটো বেডের মাঝখানে জলনিকাশী ব্যবস্থা রাখতে হবে । ১০ - ১২ ইঞ্চি পরপর সারি করে এবং সারিতে ৮ - ১০ ইঞ্চি পরপর বীজ কন্দ বপন করতে হবে । যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী সেখানে জোড়া সারি পদ্ধতিতে বীজ কন্দ বপন করা দরকার। সেক্ষেত্রে জোড়া সারির দূরত্ব হবে ২০ ইঞ্চি, জোড়াসারিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ১০ ইঞ্চি এবং প্রতিসারিতে ৮ ইঞ্চি পরপর বীজ কন্দ লাগাতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ—

হলুদের ভাল ফলন পেতে হলে জৈব এবং অজৈব সার দিতে হবে। সবুজ সার হিসাবে ধইঞ্চা চাষ বা কলাই চাষ করলে ভাল হয়। কন্দজাতীয় ফসল বলে মাটিকে নরম এবং উর্বর রাখার জন্য জমিতে ধানের তুষ, কাঠের ছাই, কচুরী পানার সার দিতে হবে। ২ - ৩টি প্রাথমিক চাষ দেওয়ার পর জৈবসার হিসাবে এক একর জমিতে ৮ - ১০ টন জৈব সার জমিতে ভাল ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। রাসায়নিক সার হিসাবে ১৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট (SSP) ও ৩০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ (MOP) সার শেষ চাষ দেওয়ার সময় ভাল ভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। কন্দ বসানোর ৪৫ - ৫০ দিন পর প্রথম চাপান ও ৯০ - ১০০ দিন পর দ্বিতীয় চাপান হিসাবে প্রতিবারে ৪০ কেজি ইউরিয়া এবং ১৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।

জল সেচ ঃ— হলুদের ভাল ফলন পেতে হলে পরিমিত জলসেচ দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমিতে বেশী সেচ দেওয়ার ফলে জল জমে না যায় বা জমির মাটি খুব বেশী ভেজা না থাকে। চাপান সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হলে সেচ দিতে হয়।

পরিচর্যা ঃ—

হলুদের ভাল ফলন পেতে হলে কন্দ লাগানোর পর এবং ৪৫ দিন পর আরও একবার খড়, গমের আটি, ধানের ভুষি ইত্যাদি দিয়ে মাটি ঢেকে (মালচিং) দিতে হয়। কন্দ বসানোর পর হালকা সেচ দিলে তাড়াতাড়ি নতুন চারা বের হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় চাপান সার প্রয়োগ করার আগে আগাছা পরিস্কার করে মাটি একটু হালকা করে গাছের গোড়ায় ধরিয়ে দিতে হবে। জোড়াসারির ক্ষেত্রে জোড়াসারির দুইপাশের মাটি দিয়ে জোড়া বেধে দিতে হবে।

ফসল তোলা ঃ—

কন্দ বসানোর ৮-৯ মাস পর গাছের পাতা শুকিয়ে গেলে হলুদ তোলা শুরু করা যায়। বীজ কন্দ হিসাবে যে হলুদ চাষ হয়, সেক্ষেত্রে আরও এক দেড় মাস (১-১½ মাস) জমিতে রেখে গাছ শুকিয়ে খড়ের মতন হলে হলুদ তোলা হয়।

ফলন ঃ—

উচ্চ ফলনশীল জাতের হলুদ উপযুক্ত সময় ও পরিচর্যার সাহায্যে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ২৫-২৮ টন ফলন পাওয়া যায়।

ফসলোত্তর পরিচর্যা ঃ—

(ক) শোধন ঃ—

ফসল তোলার পর কন্দগুলি থেকে মাটি ও শিকড় পরিস্কার করে ছায়াযুক্ত স্থানে মজুত করা দরকার। নতুন গজানো কন্দ, ছোটো কন্দ, ভাঙ্গা এবং আঘাত প্রাপ্ত কন্দগুলিকে পৃথক করতে হবে। ঐ কন্দ এবার জলে ফোটাতে হবে। বিশেষ এক ধরণের গন্ধ বের হওয়া শুরু হতেই জল ফোটানো বন্ধ করতে হবে। এবং সিদ্ধ করা কন্দ রোদে শুকাতে হবে। ১০-১৫ দিন কড়া রোদে শুকানোর পর ঐ শুকনো কন্দ মেঝেতে ঠুকলে ধাতব আওয়াজ পাওয়া যাবে। এরপর একটি ড্রামের ভিতর রেখে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পালিশ করতে হবে। এছাড়া চটের বস্তায় ভরে শক্ত বাঁশের খুটি দিয়ে রগড়ে পালিশ করা হয়।

(খ) হলুদে রং করা ঃ—

বাজারে ভাল দাম পাওয়ার জন্য শুকানো এবং অর্ধেক পালিশ করা হলুদে রং মিশানো হয় । শুকনো এবং অর্ধেক পালিশ করা হলুদগুলিকে একটি ঝুড়িতে রাখতে হবে এবং তার মধ্যে হলুদ মিশ্রিত জল অল্প অল্প করে ঝুড়ির হলুদের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে এবং ঝুড়ি ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকাতে হবে । ভাল করে রং মাখানো হয়ে গেলে ঐ হলুদ রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে ।

(গ) বীজ কন্দ সংরক্ষন ঃ—

বীজ কন্দের জন্য কন্দ তোলার পরেই সুস্থ, পুষ্ট ও নিরোগ কন্দগুলিকে আলাদা করা হয় এবং ভাল ভাবে সংরক্ষন করা হয় । ভাল অঙ্কুরোদগনের জন্য বীজ কন্দ ছায়া যুক্ত স্থানে মাটিতে গর্ত করে বালি দিয়ে তার ভিতরে সংরক্ষন করা যায় । নীরোগ, পুষ্ট এবং বড় মাপের কন্দ বীজগুলিকে ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম - ৪৫) ২ গ্রাম /লি. জলে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে এবং ছায়া যুক্ত উচুঁস্থানে প্রয়োজনীয় মাপের গর্ত করে সংরক্ষন করতে হবে । গর্তের দেওয়ালে গোবর লেপে দেওয়া যেতে পারে এবং গর্তের মধ্যে স্তরে স্তরে বীজ কন্দ এবং বালি রাখতে হবে । তার উপরে শুকনো খড় বা বস্তা চাপা দিয়ে রাখা যায় ।

শস্য সুরক্ষা ঃ—

(ক) কন্দ পচা রোগ ঃ- রোগটি মাটি, সেচের জল ও আক্রান্ত কন্দ বীজ থেকে ছড়ায়। বীজ কন্দ শোধন করার জন্য ম্যানকোজেব (২½ গ্রাম / লি.), কার্বেন্ডাজিম (১ গ্রাম / লি.) জাতীয় ঔষধ গোলা জলে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। কন্দ পচা রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হারে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স) মিশিয়ে গাছের গোঁড়ার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে ।

পাতায় দাগ ঃ— বর্ষার আগে বা বর্ষার সময় পাতায় ছোপ ছোপ দাগ পরে, ছোপ দাগ দেখা মাত্রই প্রতিকারের জন্য বর্ষার শুরু থেকে ১৫ দিন অন্তর পর্যায়ক্রমে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম/লি. ও ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম লি. স্প্রে করতে হবে ।

(খ) পোকা ঃ— কন্দ ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য বীজ কন্দকে ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি/৫লি. জলে গুলে তার মধ্যে চুবিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে কন্দকে বসাতে হবে । গাছে পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ২ মি.লি./লি. বা মনোক্রোটোফস ২.০ মি.লি./লি. জলে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের

(উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) পক্ষে কর্ম সংযোজক

ডঃ বিকাশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

(দূরভাষ ঃ ০৩৫২৬-২৬৩৬৫৩)

কারিগরী তথ্য ঃ **ডঃ বিপ্লব দাস**

বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (উদ্যানবিদ্যা বিভাগ)